জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৫ই ভাদ্র বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 1st Sept. 1954 | ১৬শ সংখ্যা

অগ্রগতির পথে
নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস ঃ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

মাধ্যমিক শিক্ষকগণ ও মধ্যাশিক্ষা কমিশন

—•—

কমিশন জানিতে চাহেন—পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বর্ত্তমান মর্য্যাদা এবং তাঁহাদের নিযুক্তি, নির্ব্বাচন ও শিক্ষার বর্ত্তমান পদ্ধতি। শিক্ষকগণ স্ব স্ব মর্য্যাদা কিভাবে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা নিজে নিজে যেমন জানেন, তাহা অন্যে কেহ জানে না। আমরা আমাদের স্থানীয় কতিপয় শিক্ষকের চাল-চলন দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষকগুণসম্পন্ন ব্যক্তিও আছেন, আবার কায়দাবাজ, অসৎ, ঘৃণ্য-চরিত্রের লোকেরও অভাব নাই। কয়েক জনের কর্ম্মপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া তাঁহাদেরই নিকট সানুনয়ে নিবেদন করিব, তাঁহাদের বিচারে তাঁহাদের এই পবিত্র শিক্ষকতা কার্য্য করা উচিত না নিরপেক্ষভাবে আত্মদর্শন করিয়া এই বিদ্যানিকেতন আর কলুষিত না করিয়া এখনই তাহা ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের স্বভাবে খাপ খায়, এমন জীবিকার্জ্জনের পন্থা দেখিয়া লওয়া উচিত।

আমাদের দেশে অনেকেই জানেন, জনৈক স্বনামধন্য অধ্যাপক তখনকার জেনারেল এসেম্ব্লি বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনাতেও যেমন তাঁহার সুনাম ছিল, নাটক রচনাতেও তিনি তেমনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নাটকের বিষয়বস্তু অভিনয়ের জন্য রিহার্শাল দিবার সময় তাঁহাকে প্রায়ই রঙ্গমঞ্চে শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত থাকিতে হইত। কলেজটি খৃষ্টান মিশনারীদের পরিচালিত। অধ্যক্ষ সাহেব জানিতে পারিলেন যে এই অধ্যাপক প্রত্যহ নট-নটিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য থিয়েটারের ষ্টেজে উপস্থিত থাকেন। অধ্যক্ষ সাহেব একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আইদার্ লীভ্ দি ষ্টেজ্ অর্ লীভ্ দি কলেজ"। অধ্যাপক মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন "ভেরি ওয়েল্ আই লীভ্ দি কলেজ"। এই বলিয়া কলেজ ত্যাগ করিলেন। আমরা দেশের সকল শিক্ষকের দৈনন্দিন কর্ম্মপদ্ধতি জানি না, যাঁহাদের চাল-চলন লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি, কাহারও নাম না করিয়া তাঁহারা যাহাতে নিজেদের কাজ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, সেইভাবে কতকগুলি গুণ বা দোষ উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সুযোগ দিবার চেষ্টা করিব যে ইহা তাঁহারই কাজ। অতএব তাঁহার এ কাজ শিক্ষকের পক্ষে শোভন না অশোভন এই বিবেচনা নিজেই করিয়া ব্যবস্থা করুন। যাহাতে দোষের কাজ বুঝিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলেন, তাহাতে অযশের কাজ করিয়াও যশস্বী হইবার সুযোগ ইচ্ছা করিলে লইতে পারেন।

(১) আপনি বাল্যকাল হইতে মাতৃপিতৃহীন হইয়া, অগ্রজের আশ্রয়ে থাকিয়া, মাইনর ইস্কুলে কখনও ১ম ও কখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া হাই স্কুলেও সেইভাবে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাঁহার সহিত আপনার স্কুলের পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা হইত, তিনিও বহরমপুর কলেজে ভর্ত্তি হইয়া রাজীবলোচন বৃত্তি পাইলেন; আপনিই পাইলেন। অস্বচ্ছল গৃহস্থের ছেলে যে কষ্টে কলেজে অধ্যয়ন করে, সেইভাবে পড়িয়া সতীর্থ স্বনামধন্য শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের সহিত একই বন্ধনীতে ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার উপরে আরও শিক্ষালাভ হইত, তাহা নিজের গুণে (লোকচক্ষে নিজের দোষে) হারাইয়া ফেলিলেন।

পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারী আপনি। আপনারা মিতাক্ষরা আইন-অনুসারে শাসিত। নাবালক অবস্থায় সমস্ত সম্পত্তি অন্যের দখলে গিয়াছে। সাবালক হইলে, বড় দাদা তাঁহার এক অন্তরঙ্গ উকীল বন্ধুর নিকট আপনাকে লইয়া গিয়া একখানি ডেমিতে ও একখানি ওকালতনামায় স্বাক্ষর দিতে বলিলেন। আপনি যখন বুঝিলেন, যে অন্যের কবলীকৃত সম্পত্তির সিকি অংশ (যাহার মূল্য কয়েক সহস্র টাকা হইবে) উদ্ধারের এই আয়োজন। উক্ত বে-[illegible] হওয়া সম্পত্তির টাকা আপনি খাইয়াছেন, ইহাতে আপনার শিক্ষায় ব্যয় হইয়াছে, এই ভাবিয়া আইনতঃ পাওয়া গেলেও নৈতিক-দোষদুষ্ট সম্পত্তি লাভ করা আপনার মনঃপূত হইল না, জ্যেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠকল্প উকীল বাবুর সৎ পরামর্শ (?) অগ্রাহ্য করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া অদ্যাবধি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। যে কয়টী ছাত্র বা ছাত্রীকে ভালভাবে প্রাইভেট পড়ান যায়, তার বেশী একটী ছাত্রকে পড়ান আপনার স্বভাববিরুদ্ধ। কোন জিনিস কিনিবার সময় পত্নী বা ছেলেরা যদি ফাও চাহে, আপনার প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ছাত্রদত্ত বেতন আদায়ের ভার লইয়া কোনও ছাত্র বা তাহার অভিভাবক কর্তৃক মেকি টাকা লইয়া ঠকিলে, আর উচ্চবাচ্য না করিয়া এই হীন অবস্থায় এই লোকসান সহ্য করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করেন। উর্দ্ধতন সহকর্ম্মী ভূসম্পত্তিঘটিত তঞ্চকতা করিয়া প্রবঞ্চনা করিলে, নীরবে সহিবার ধৈর্য্য আপনার আছে। জানি না, যে বিদ্যালয় আপনার গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছে, আর [illegible] দিন বহন করিবার অধিকার তাহার আছে! কত বয়স হইলে শিক্ষা বিভাগ শিক্ষককে দূরীভূত করে, তাহা বিভাগের আয়ত্তাধীন। আপনার কথা বলিলে একখানি পুস্তিকা হয়। আমাদের ক্ষুদ্র পত্রে স্থানাভাব।

(২) মাতৃহীন শিশু মাতুলালয়ে মাতামহীর যত্নে প্রতিপালিত। পিতা বিপত্নীক হইয়া পিতার কর্ত্তব্য সম্পাদন যথেষ্ট করিয়াছেন। অতি কষ্টে দিনপাত করিয়া বি. এ. পাশ করিলেন। চাকুরী হইল মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টারী। স্বভাবের তুলনা নাই। নিম্নপদস্থ শিক্ষকগণ প্রত্যেকেই গুণমুগ্ধ। শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধির কথা উঠিলেই বলিতেন—আমি যা পাই আমার চলে যায়, এঁদের খুব টানাটানি, আমার বেতন না বাড়িয়ে সে টাকা এঁদের দেওয়া হউক। ইহাই তো শিক্ষকের বিচারসম্মত কাজ। এঁদের কাছে শিখিয়াই তো হাকিম হইবে, এমনি সুবিচার তাঁহারাও করিবেন। সুযশের অবধি নাই।

কোথা হইতে জুটিল সৎ-বন্ধু। ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে বৈলক্ষণ্য দেখা দিতে লাগিল। চাঁদকে যেন রাহু গ্রাস করিতে সুরু করিল।

এই মহৎ সঙ্গ লাভের পর আপনার প্রকৃতির কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা একবার আত্মদর্শন করিলেই অনুভব করিতে পারিবেন। বাঙলা ১৩৩৯ সালের ৪ঠা ফাল্গুন আপনি, আপনার ইস্কুলের ২ জন সহকারী শিক্ষক মহাশয়, এই তিন জনে মৌজে লোহারাপাড়া সেটেলমেণ্ট রেকর্ডের ১৭ নং খতিয়ানের বাকী খাজানায় নিলাম খরিদা জমিদারের খাস জমি বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ১৩০ নং দাগে ২ একর ১৮ শতক একটি পুকুর ছিল। ঐ পুকুরে তিন জনের সমান অংশ, প্রত্যেক অংশে ১৩০নং দাগে ৭৩ শতক বলিয়া উল্লেখ আছে। পুকুর ছাড়া আপনি ৪ একর ৪ শতক জমি বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৯৪৮ সালের ২২শে মার্চ্চ তারিখে (৭৮৫/৬ সি) of ১৯৪৮-৪৯ থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন মিরপুর গ্রামের মৃত রামলাল ঘোষের পুত্র শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষের নিকট ৬ একর ২২ শতক পরিমাণ জমি বিক্রয় করিলেন। বন্দোবস্ত লইলেন ৪ একর ৪ শতক জমি এবং পুকুরের এক-তৃতীয়াংশ ৭২ শতক মোট ৪ একর ৭৬ শতক খাজনা ৫ টাকা ৫ আনা ৫ পাই। আপনি বিক্রয় করিলেন ৬ একর ২২ শতক। ৪ একর ৪ শতক আপনার জমি আর সমস্ত পুকুরটি (গরীব সহকর্ম্মিদের সমেত) মোট ২ একর ১৮ শতক লইয়া ৬ একর ২২ শতক। খাজনা কিন্তু ৫।/৫ পাই ঠিক থাকিল। এদের পুকুর আপনি বেচিয়া ফেলিলেন। এদের কিন্তু পুকুরের খাজনা বহন করিতেই হইবে। একজন স্ত্রীপুত্রাদিসহ অমরধামে গমন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উত্তরাধিকার দিয়া আপনার দয়ার হাতে নিস্তার পাইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরও আপনার ক্রেতাকেই তাঁহার অংশ বেচিয়া ঝঞ্ঝাট এড়াইয়াছেন। বাকী একজন আপনার সহকর্ম্মিরূপে এখনও রোজই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আপনার তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া লজ্জা হয় না কি? ছাত্রগণকে নিজের আদর্শে তৈরী করিতে পারিলে পৃথিবী শান্তিতে ভরিয়া উঠিবে।

(৩) স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় শুধু হেড মাষ্টার নহেন, জেলা বোর্ডের মেম্বর, স্থানীয় একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর একজন। তাহা ছাড়া যে কোন ভোটের ঢাক বাজিলেই চড়ুকে সন্ন্যাসীর মত প্রাণ নাচিয়া উঠে। ধনীলোক ব্যবস্থাপক পরিষদের ভোটপ্রার্থী হইলেন, তাঁর স্বপক্ষে ভোট সংগ্রহ করিবার জন্য ছুটিলেন দেহাতে। ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচনেও নাচিয়া উঠেন। বকুলতলায় চাটাই পাতিয়া কেহ দাবা খেলিতে বসিলে যেমন পথিক খেলোয়াড় চাল বলিবার জন্য চাটাই-এর কোণে বসিয়া যায়। নিজের কাজ তখন মনে থাকে না। তেমনি নিজের নাচন নাচেন আবার পরের নাচনে নাচতে ছাড়েন না। জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়া প্রায় বহরমপুর যাইতে হয়। একথেয়ে স্কুলের কাজে লাগিয়া থাকা বিরক্তিকর।

ম্যানেজিং কমিটি

এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন হেড মাষ্টার মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তবুও তাঁহাকে ১ বৎসর এক্সটেনসন মঞ্জুর করা হয়। কোন কোন বিদ্যোৎসাহী মেম্বর জিদ ধরিলেন, না একে তাড়াইতেই হইবে। কোথা হইতে এক ইন্‌স্‌পেক্টর জুটিলেন, ইনি আবার ডাকবাংলায় না থাকিয়া কোন্ কালের পরিচয়ে পুকুরগ্রাসী শিক্ষকের বাড়ীতে আস্তানা লইতেন। রাত্রে আরও সব স্কুলের হিতৈষীরা জুটিয়া বুড়ো মাষ্টারকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। বুড়ো নরম প্রকৃতির হইলেও বারেন্দ্র কায়স্থ। ইউনিভারসিটির দ্বারস্থ হইয়া জুড়িলেন মামলা। বেচারার নিজের স্বার্থ, প্রাণ দিয়া তদ্বির আরম্ভ করিলেন। স্কুলের মেম্বারী সখের কাজ। কারো চেষ্টা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের রুজু মামলা নিষ্পত্তি করিল মধ্য পর্ষৎ। বুড়ো মাষ্টার ডিক্রী পেলেন ১৬৫০৲ টাকা। যদি ইস্কুলের জেদী মেম্বর তাঁকে তাড়াবার যোগাড় না করিতেন, তবে বৃদ্ধ ১১ মাস খাটিয়া এই টাকা পাইতেন। ১৬৫০৲ পাইলেন একদিনও ইস্কুলে না পড়াইয়া। মেম্বর মহাশয় ইস্কুলের এই হিতটুকু করিলেন। বৃদ্ধ মাষ্টার হয়তো একসঙ্গে এতগুলি টাকা দেখিতে পাইতেন না। অর্ব্বাচীনের শত্রুতা তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইল। ইস্কুলের অনেক মেম্বারই এইভাবে বিদ্যালয়ের হিত করিয়া থাকেন।

যদি অনাচারী কদাচারী শিক্ষক আত্মদর্শন করিয়া সুবিচার করতঃ বিদ্যালয় ত্যাগ করেন, আর খেয়ালী মেম্বারগণ দয়া করিয়া ইস্কুলের জন্য এই ভাবের হিত না করেন, তবে তাঁহারা ইস্কুলের মঙ্গলই করিবেন।

জমিদারী কর্ম্মচারী সম্মেলন

কাশিমবাজার শ্রীপুর প্যালেস হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জানাইতেছেন—আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ বাং ১৯শে ভাদ্র রবিবার তারিখে বেলা ৪ ঘটিকার সময় বহরমপুর গ্র্যাণ্ট হল ময়দানে মুর্শিদাবাদ জেলা জমিদারী কর্ম্মচারিগণের এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করা হইয়াছে। জেলার সকল জমিদারী কর্ম্মচারিকে এই সভায় যোগদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান হইতেছে।

ফাইনাল খেলা

জঙ্গিপুর ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েসন পরিচালিত খেলার ফাইনাল ম্যাচ আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ৪-৫০ মিনিটের সময় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কের সন্নিকটস্থ জঙ্গিপুর স্কুল গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রীতি-সম্মিলনী

গত ২৯শে আগষ্ট রবিবার বৈকালে জঙ্গিপুর কলেজ হলে জঙ্গিপুর রাষ্ট্রভাষা শিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্যোগে এক প্রীতি সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুরের মহকুম-শাসক শ্রীদিলীপ-কুমার গুহ আই-এ-এস মহোদয় সভাপতির ও নেহালিয়ার জমিদার শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহোদয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় সরকারী বেসরকারী ভদ্রমহোদয়, মাহলা ও ছাত্র-ছাত্রীগণ যোগদান করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁহাদের বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার উপকারিতা ও রাষ্ট্রভাষা সঞ্চালক শ্রীউপাধ্যায়ের

কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক বিচিত্রানুষ্ঠান ও হিন্দী নাটিকা অভিনীত হয়।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই নভেম্বর ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৪৮১ থাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং মুখোরাণী মণ্ডলানী দিং দাবি ৫০৷৴০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেকেন্দরা ১-১১ শতকের কাত ৭৷৵১ আঃ ৫০৲ থং ১০১৯

৪৮২ থাং ডিঃ ঐ দেং কালীপদ দাস দাবি ১৭৷৵ থানা ঐ মৌজে নওদাটুলি ২৪ শতকের কাত ৮৫৵০ তন্মধ্যে বাদীর নিজাংশের ৮ শতকের কাত ১৷৵০ নিলাম হইবে আঃ ১০৲ থং ৩৪

৪৮৩ থাং ডিঃ ঐ দেং শ্যামা দাসী দিং দাবি ২৭৫৵৬ থানা ঐ মৌজে মির্জ্জাপুর ৪৮ শতকের কাত ৩৴৯ আঃ ২৫৲ থং ৩২২

১৬৫ থাং ডিঃ সীমা দেবী দেং রেহাত আলি সেথ দিং দাবি ২০৲ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ৬২ শতকের কাত ।৬ পাই আঃ ৫৲ থং ১৯৫৯

২১১ থাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ অধিকারী দিং দেং সৈয়ব সেথ দাবি ২০৫৵৩ থানা সুতী মৌজে ইচলিপাড়া ১৫ শতকের কাত ২৷৴১০ আঃ ২৲ থং ১৫১৩

২১৮ থাং ডিঃ ঐ দেং গোপালচন্দ্র দাস দাবি ১৪৷৵৩ থানা সুতী মৌজে পুড়াপাড়া ৪ শতকের কাত ১৵৩ আঃ ১৲ থং ১০৮৫

৩১১ থাং ডিঃ ভোরীলাল বয়েদ দিং দেং নবদ্বীপ চন্দ্র দাস দিং দাবি ৪০৫৵০ থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন ৬।১০ বিঘার কাত ৫৫২৫ আঃ ২৫৲ থং ৪১১

৩১২ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০৬৵৬ মৌজাদি ঐ ৩১ শতকের কাত ১৷৵১ আঃ ৮৲ থং ৪১৯

৩১৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৪।৵৬ মৌজাদি ঐ ৫২।০ কাঠার কাত ২।৵১৪॥ আঃ ১২৲ থং ২৩০

৫২ থাং ডিঃ সরোজমোহন মজুমদার দেং আইহু সেথ দিং দাবি ৩৮৴০ থানা সুতী মৌজে জগতাই ৩২ শতকের কাত ৪৫০ আঃ ১০৲ থং ৩১৯

পূর্ণপাত্র শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে—মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ—সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ – কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম"—৩৩।২, বিডনষ্ট্রীট, ও ২০, সিনাগগ. ষ্ট্রীট—কলিকাতা; ৩৮-১, পটুয়াটুলি, ঢাকা

---

৪৮৭ থাং ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং আবদুল গণি সেথ দিং দাবি ১২১৷৴০ থানা সুতী মৌজে কালীনগর ৬-১৯ শতকের কাত ১৭৫৴১০ আঃ ৫০৲ থং ৬৬

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই নভেম্বর ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

২১৬ থাং ডিঃ সেথ মহম্মদ বদিজ্জমান দেং লক্ষ্মী সুন্দরী দাসী দাবি ৬৭৫৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে ডিহিবরজ ১-৮৫ শতকের কাত ১৪৷৵০ আঃ ২৫৲ থং ২৫ ও ২৬

২১৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ইন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল দাবি ২৩৵৬ মৌজাদি ঐ ১৫ শতকের কাত ৩৵১০ আঃ ১০৲ থং ২৫

২১৯ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং শ্যামাপদ সাহা দিং দাবি ২২॥৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কান্তনগর ৫০ শতকের কাত ২৴০ আঃ ৮৲ থং ২৪৯

২২১ থাং ডিঃ ঐ দেং নিমাইচন্দ্র রায় দাবি ১৮॥০ মৌজাদি ঐ ৪৭ শতকের কাত ২৲ আঃ ৫৲ থং ২৩৩

২২০ থাং ডিঃ ঐ দেং নিমাইচন্দ্র রায় দিং দাবি ৫৮॥৴০ থানা ঐ মৌজে কান্তনগর ও গাদী ৪-০৬ শতকের কাত ৯॥৴৩ আঃ ৪০৲ থং ৩২৯, ৩১৬

গুরু-শিষ্যা সংবাদ

শিষ্যা—প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আপনার পদে মতি থাকে।
গুরু—মা, আমার এই ক'টি কথা মনে রেখো—শাস্ত্রে বলে—

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং
বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং
সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

দ্বিজগণের গুরু অগ্নি, সকল জাতির গুরু ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোকের একমাত্র গুরুই হচ্ছেন পতি, অতিথি সকলেরই গুরু।

জঙ্গিপুর সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের ১৩৬০ সালের হিসাব

জমা—৩৭৭৷৵১২৷ খরচ—৩৭৩৷৵০

উদ্বৃত্ত—৪৵১২৷

আগামী ২০শে ভাদ্র, সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরী গৃহে ১৩৬১ সালের কর্ম্ম-কর্ত্তা নির্ব্বাচনের জন্য এক সভা আহ্বান করা হইল। এই সভায় ১৩৬০ সালের সমস্ত হিসাব দেখান হইবে।

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
যুগ্ম-সম্পাদক।

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন পূজামণ্ডপে প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমরা আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় মাতৃপূজায় ব্রতী হইয়াছি। নিম্নে গত বৎসরের আয় ব্যয়ের সারাংশ (audited) প্রদত্ত হইল।

আয়—চাঁদা আদায় ৪৭৫৷০ ব্যয়—৫১৪৷৵০

ঘাটতি—৩৯৵০ আনা।

১৩৫৯ সালের উদ্বৃত্ত তহবিল ১১৷৵০ ও সভাপতি শ্রীদ্বারকানাথ সাহা মহাশয়ের চাঁদা দ্বারা ঘাটতি পূরণ হইয়াছে।

নিবেদক—শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার
সেক্রেটারী পূজা কমিটি।

জঙ্গিপুর সব-রেজেষ্ট্রী অফিসের স্থান পরিবর্ত্তন

১লা সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে জঙ্গিপুর সব-রেজেষ্ট্রী অফিস দেওয়ানী আদালতের বার লাইব্রেরীর উত্তর দিকে কৃষ্ণ দাসীর বাগানের পার্শ্বে নবনির্ম্মিত গৃহে স্থানান্তরিত হইল।

ছাত্রের কৃতিত্ব

জঙ্গীপুর কলেজের ছাত্র শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল বর্ত্তমান বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস্-সি পরীক্ষায় কৃতিত্ব অনুসারে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়া একটি সিনিয়ার ফার্ষ্টগ্রেড্ সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহকারী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

"প্লেয়ার্স হোম"

দীর্ঘদিন যাবৎ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়ামোদিগণের অকৃপণ সহানুভূতি ও সাহায্যলাভ করিয়া আসিতেছে এবং ব্যাপক প্রচেষ্টা ও সকলের শুভেচ্ছায় "প্লেয়ার্স হোম" আপনাদের নিকট মর্য্যাদালাভে সক্ষম হইয়াছে।

আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, "প্লেয়ার্স হোম" এযাবৎ "ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের" সঙ্গে একই দোকানে পরিচালিত হইতেছিল। সম্প্রতি **এই দোকান পূর্ব্বস্থান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া পণ্ডিত প্রেসের সন্নিকটে সম্পূর্ণ খেলাধুলার সরঞ্জামের দোকান হিসাবে খোলা হইয়াছে।** ইতি—

সহযোগিতাকামী—
"প্লেয়ার্স হোম"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিক্রয় রঘুনাথগঞ্জ ৫নং ওয়ার্ডে রামেশ্বর আগরওয়ালার দোকানের সন্নিকটে বাড়ী নির্ম্মাণোপযোগী ৫ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন। শ্রীরামপদ চন্দ্র, রঘুনাথগঞ্জ।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন"   টেলিফোন: বড়বাজার ৪১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং

বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,

কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ--

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১/৹ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেন্ট ঃ—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত